রেপার্টরী শেখার সহজ কৌশল

(Technique Of Repertory)

ডা. আহাম্মদ হোসেন ফারুকী

সূচিপত্র

১. রেপার্টরির প্রয়োজনীয়তা

১	রোগীলিপি তৈরিতে রেপার্টরির প্রয়োজনীয়তা	১১

২. রেপার্টরি ব্যবহারের কৌশল

১	রেপার্টরী কেন পড়বো?	২০
২	রেপার্টরীর সংজ্ঞা	২৩
৩	রুব্রিক	২৩
৪	প্রধান রুব্রিক	২৩
৫	প্রধান রুব্রিক সাজানো	২৩
৬	সাব রুব্রিক	২৪
৭	সাব রুব্রিক সাজানো	২৪
৮	সাব রুব্রিক এর চিত্র	২৪
৯	গ্রেডিং	২৬
১০	কেন্ট রেপার্টরিতে ৩৭ টি অধ্যায় রয়েছে	২৭
১১	সাব অঙ্গ	২৮
১২	রুব্রিক এর চরিত্র	৩৪
১৩	হ্রাস-বৃদ্ধি	৩৪
১৪	রেপার্টরীতে মাইল মিটার	৩৪
১৫	রুব্রিকের স্তর	৩৮
১৬	কেন্ট রেপার্টরীর সাধারণ (Generalities) অধ্যায়টি যেভাবে ব্যবহার করবেন ?	৪০
১৭	রুব্রিক খোঁজার নিয়ম-	৪১
১৮	রুব্রিক খুঁজতে বিড়ম্বনা	৪২
১৯	কিছু ব্যতিক্রম রুব্রিক	৪৪

৩. চর্মের লক্ষণ খোঁজা

১	রেপার্টরিতে চর্মের লক্ষণ সহজে খোঁজার কৌশল	৪৯

৪. কোথায় কি খুঁজবো

১	রেপার্টরিতে কোথায় কি খুঁজবো, পর্ব- ১	৫০
২	রেপার্টরিতে কোথায় কি খুঁজবো, পর্ব- ২	৫৬
৩	শরীরের জ্বালা কোথায় পাব?	৬২

৫. রেপার্টরির গুরুত্ব

১	"উদোর পিন্ডি বুধোর ঘাড়ে"	৬৫
২	ক্যালকুলেটর	৬৮
৩	চোর ধরা মাতুব্বর	৬৯
৪	(নতুন রেপার্টরির নমুনা)	৭১
৫	কাজের বুয়ার মশারি টানানো	৭৮
৬	যারা রেপার্টরি ব্যবহার করে না "তারা নিজে ঠকে ও অন্যকে ঠকায়"	৮০
৭	অপরাধীকে ডাকো	৮৩

৬. বিবিধ

১	রেপার্টরিতে দ্রুত রুব্রিক খুঁজে পাবার উপায়	৮৪
২	রেপার্টরিতে "only" মানে কি	৮৪

৭. আর কি আছে

১	আর কি আছে? দেখেন তো!	৮৫

৮. কিছু শব্দার্থ

ক	দ্রুত রুব্রিক খুঁজে পাওয়ার জন্য সহজ কিছু শব্দার্থ	১১৬
খ	রেপার্টরি ব্যবহারের সুবিধার জন্য কেন্ট রেপার্টরির মনের প্রধান রুব্রিকগুলো বাংলা বর্ণমালা ক্রমানুসারে সাজিয়ে দেওয়া হলো।	১২৬
গ	দ্রুত রুব্রিক খুঁজে পাওয়ার জন্য আরও কিছু রোগের নাম বাংলা বর্ণমালাক্রমে দেয়া হলো	১৩২

ঘ	দ্রুত রুব্রিক খোঁজার জন্য কিছু রোগে নাম ইংরেজী বর্ণমালাক্রমে দেয়া হলো	১৫৮
ঙ	দ্রুত রুব্রিক খুঁজে পাওয়ার জন্য ব্যথার কিছু চরিত্র দেয়া হলো	১৮৪
চ	রেপার্টরি ব্যবহারের সুবিধার জন্য কেন্ট রেপার্টরির মনের প্রধান রুব্রিকগুলো বাংলা বর্ণমালা ক্রমানুসারে সাজিয়ে দেওয়া হলো	১৮৯

২. রেপার্টরি ব্যবহারের কৌশল

পাঠ- ১

রেপার্টরি কেন পড়বো?

ক. মেটেরিয়া মেডিকায় ওষুধের লক্ষণের গুরুত্ব বুঝা : মেটেরিয়া মেডিকার ওষুধের লক্ষণের গুরুত্ব বুঝার জন্য। অর্থাৎ আমরা মেটেরিয়া মেডিকায় যখন কোন ওষুধ পড়ি, তখন সেখানে ঐ ওষুধের অনেক লক্ষণ দেখতে পাই।

এই লক্ষণগুলোর ক্ষেত্রে ঐ ওষুধটির গুরুত্ব কতখানি তা বুঝতে আমাদেরকে 'একমাত্র' রেপার্টরিই সাহায্য করতে পারে। যেমন- বেলেডোনা পড়তে গিয়ে দেখতে পাই, ব্যথা হঠাৎ আসে হঠাৎ যায়। এই লক্ষণে বেলেডোনার গুরুত্ব কতটুকু তা বুঝার জন্য আমরা রেপার্টরিতে Generalities অধ্যায়ে Pain, appear suddenly, and disappear suddenly দেখতে পাই, ব্যথা হঠাৎ আসে হঠাৎ যায় এই লক্ষণে বেলেডোনা প্রথম গ্রেডে রয়েছে। এই লক্ষণের মধ্যে বেলেডোনার গুরুত্ব কতখানি তা 'একমাত্র' রেপার্টরিই প্রমাণ করে দিলো, যা আর কোন গ্রন্থ করতে পারবে না। তাই এই কারণেই বলি, ওষুধের লক্ষণের গুরুত্ব বুঝার জন্যই রেপার্টরি পড়ি।

খ. রোগীর সমস্যার সবগুলো ওষুধের নাম আমার মনে থাকে না : কোন একটি লক্ষণের সাদৃশ্যে যতগুলো ওষুধ রয়েছে সবগুলোর নাম তাৎক্ষণিক মনে থাকে না। অর্থাৎ আমাদের কাছে যখন কোন রোগী আসে কোন সমস্যা নিয়ে, রোগীর সে সমস্যার যে কয়টি ওষুধ রয়েছে তা সেই মুহূর্তে মনে থাকে না। এটা মনে রাখা সম্ভবও নয়। কারণ হোমিওপ্যাথিতে যে কোন রোগের নামে বা যে কোন সমস্যার বিপরীতে অনেক ওষুধ রয়েছে। যেমন: মাথা ব্যথায় প্রায় ৩১৩টির অধিক ওষুধ রয়েছে। আবার যদি বলি রোগীর মাথায় জ্বালাকর ব্যথা ঠিক সে সময় ওষুধের তালিকা বদলে যাবে, আবার সেই সাথে যখনি বলি মাথায় জ্বালাকর ব্যথা ঋতুস্রাবের সময় দেখা

দেয়, তখন ওষুধের তালিকা আবার বদলে যায়, এটাই হোমিওপ্যাথি। তাহলে আপনারাই বলুন, রোগীর যে কোন সমস্যার ওষুধ যখন তখন একজন চিকিৎসকের মনে থাকাটা কি অস্বাভাবিক নয়?

তাই বলি- রোগীর সমস্যার ওষুধ আমার মনে থাকে না, বলেই আমি রেপার্টরি শিখি।

গ. রোগীলিপি শিখতে: হোমিওপ্যাথিতে আদর্শ রোগীলিপি করতে হলে, আমাকে আগে জানতে হবে রোগীর সমস্যা কি এবং রোগীর লক্ষণই বা কি তা না হলে হোমিওপ্যাথিতে আদর্শ রোগীলিপি করা যাবে না। রোগীলিপিতে রোগের এবং রোগীর সমস্যার যা জানতে হবে এ বিষয়ে হোমিওপ্যাথিতে কোন গ্রন্থ নেই, যে গ্রন্থ দেখে আমরা রোগীলিপি শিখতে পারি।

একেবারেই নেই বললে ভুল হবে, কারণ রেপার্টরি তার কিছুটা হলেও চাহিদা পুরণ করে। যেমন- আপনি ডায়রিয়ার রোগীর রোগীলিপি করবেন, রেপার্টরিতে ডায়রিয়ার সাব-রুব্রিক পড়ুন। তাহলে জানতে পারবেন এই রোগের উৎপত্তির কারণ, গন্ধ, বর্ণ, পরিমাণ, যাদের, যে অবস্থায় দেখা দেয়, কোন কোন রোগের সঙ্গে এই রোগ হয়, এই রোগ কখন এবং কি করলে বাড়ে বা কমে। এছাড়া আরও জানতে পারবেন রোগীর পিপাসা, জিহ্বা, লালা, ক্ষুধা, খাদ্য, বায়ু নিঃসরণ, মল, প্রস্রাব, ঘুম, স্বপ্ন, ঘাম, শীতকাতর, গরমকাতর, জ্বালা, দূর্ঘটনা/ আঘাত, বাহ্যশক্তির প্রভাব, যৌনজীবন- পুরুষ, যৌনজীবন- মহিলা, ঋতুস্রাব, শ্বেতপ্রদর, মন, রোগ চাপা পড়ার কুফল এমনকি রোগীলিপিতে যা যা দরকার সব কিছু জানতে পারবেন রেপার্টরিতে।

এজন্য আমি বলি রেপার্টরি পড়ি রোগীলিপি শেখার জন্য।

ঘ. সম্পূর্ণ সদৃশ্য ওষুধ নির্বাচন করা: রোগীর জন্য একটি সম্পূর্ণ সদৃশ্য ওষুধ নির্বাচন করার জন্যই আমি রেপার্টরি পড়ি। হোমিওপ্যাথিতে মাথা ব্যথার জন্য প্রায় ৩১৩টির অধিক ওষুধ রয়েছে। যদি বলি রোগীর মাথায় জ্বালাকর ব্যথা তখন ওষুধ কমে যাবে। এরপর যদি

বলি রোগীর মাথায় জ্বালাকর ব্যথা ঋতুস্রাবের সময় বাড়ে বা কমে, তখন আবার ওষুধ কমে যাবে। এই ব্যথা সকালে বেশি হয় বা কমে তাতেও ওষুধ কমে যাবে। এই ব্যথা ক্ষুধা লাগলে বেড়ে যায় তাতেও ওষুধ কমবে। এভাবে একের পর এক প্রশ্ন করলে এক সময় অনেক ওষুধ থেকে রোগীর জন্য একটি ওষুধ নির্বাচন করতে পারবেন। এই কাজটি শুধুমাত্র রেপার্টরির মাধ্যমেই সম্ভব। এছাড়া ওষুধ বাছাইয়ের আর কোন উপায় বা ব্যবস্থা নেই।
এই কারণেই আমি বলি, রেপার্টরি পড়ি রোগীর জন্য সম্পূর্ণ সদৃশ্যতম একটি ওষুধ নির্বাচন করতে।

ঙ. আত্মবিশ্বাস নিয়ে চিকিৎসা সেবা: আদর্শ রোগীলিপির পর রেপার্টরির মাধ্যমে রেপার্টোরাইজেশন করে রোগীর জন্য একটি সদৃশ্যতম ওষুধ নির্বাচন করতে পারলেই আমাদের মনোবল বেড়ে যায়। যেমন- কোন কিছু না দেখে অনুমান করে বলার মধ্যে মনে কোন জোর থাকে না কিন্তু নিজে দেখে শুনে যে কোন কিছু বলার মধ্যে আত্মবিশ্বাস মজবুত থাকে।

এই কারণেই বলি, আমি রেপার্টরি পড়ি রোগীর জন্য সম্পূর্ণ সদৃশ্যতম একটি ওষুধ নির্বাচনের মাধ্যমে আত্নবিশ্বাস নিয়ে চিকিৎসা সেবা করার জন্য।

পাঠ- ২
রেপার্টরীর সংজ্ঞা

হোমিওপ্যাথিক রেপার্টরী হচ্ছে সেই গ্রন্থ, যে গ্রন্থে মানুষের শারীরিক ও মানসিক ভাবে প্রকাশিত প্রায় সকল লক্ষণসমূহ ইংরেজী বর্ণমালা অনুসারে এবং ওষুধের গুরত্ব অনুযায়ী লিপিবদ্ধ রয়েছে।

পাঠ- ৩
রুব্রিক

রোগীর কষ্টগুলোকে মেটেরিয়া মেডিকার ভাষায় লক্ষণ বলে। আর রেপার্টরীর ভাষায় রোগীর কষ্ট বা সমস্যা গুলোকে রুব্রিক বা শিরোনাম বলে।

পাঠ- ৪
প্রধান রুব্রিক

কেন্ট রেপার্টরীতে প্রধান রুব্রিকগুলো ইংরেজি বর্ণমালার বড় হাতের অক্ষর ও মোটা অক্ষরে লেখা রয়েছে। যেমন- **PAIN**

পাঠ- ৫
প্রধান রুব্রিক সাজানো

কেন্ট রেপার্টরীতে প্রত্যেকটি অধ্যায়ের মধ্যে প্রধান রুব্রিকগুলো ইংরেজি বর্ণমালা ক্রমে বা ইংরেজি ডিকশনারীর ন্যায় A থেকে Z পর্যন্ত সাজানো আছে।

কোন অধ্যায়ে যদি ইংরেজি বর্ণমালার শুরুর দিকের কোন বর্ণ দিয়ে কোন রুব্রিক পাইতে চান তাহলে সেই অধ্যায়ের প্রথম দিকে খুঁজতে হবে।

আর যদি ইংরেজি বর্ণমালার মাঝের বর্ণ দিয়ে কোন রুব্রিক পাইতে চান তাহলে সেই অধ্যায়ের মাঝের দিকে খুঁজতে হবে।

আর যদি ইংরেজি বর্ণমালার শেষের বর্ণ দিয়ে কোন রুব্রিক পাইতে চান তাহলে সেই অধ্যায়ের শেষের দিকে খুঁজতে হবে।

পাঠ- ৬
সাব রুব্রিক

যে রুব্রিকগুলো প্রধান রুব্রিক এর নিচে একটু ডান দিকে বা ভিতরে অবস্থান করে তাকে সাব রুব্রিক বলে। এগুলো ইংরেজি ছোট অক্ষরে লেখা। সাব রুব্রিকগুলোর ও একাধিক সাব রুব্রিক থাকতে পারে।

পাঠ- ৭
সাব রুব্রিক সাজানো

প্রধান রুব্রিক এর নিচে যে সাব রুব্রিকগুলো থাকে সে গুলোও ইংরেজি বর্ণমালাক্রমে A থেকে Z পর্যন্ত সাজানো। সাবের সাবগুলো ও ইংরেজি বর্ণমালাক্রমে সাজানো।

পাঠ - ৮
সাব রুব্রিক এর চিত্রঃ

HEAD

PAIN

pressing

Forhead

morning

rising after

amel

walking

forenoon

Occiput

Shooting

Forhead

morning

rising after

amel

walking

forenoon

Occiput

stitching

পাঠ- ৯

গ্রেডিং

কেন্ট রেপার্টরীতে ওষুধ ও রুব্রিক এর গুরুত্ব অনুসারে ঔষধগুলোকে ৩ টি গ্রেডে সাজানো বা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন-

ক. ফার্স্ট গ্রেড : যে ওষুধগুলোর প্রথম অক্ষর বড় হাতের এবং মোটা ও সাধারন ভাবে লেখা যার গাণিতিক মান- ৩

খ. সেকেন্ড গ্রেড : যে ওষুধগুলো চিকন ভাবে ইটালিক বা বাঁকা অক্ষরে লেখা যার গাণিতিক মান- ২

গ. থার্ড গ্রেড : যে ওষুধগুলো স্বাভাবিক অক্ষরে লেখা যার গাণিতিক মান- ১।